Lokeswar Manna

History(H), Sem-4

paper - CC-9 Topic - Unit I - French Revolution

(ক) ১৭৮৯-র ফ্রান্সে বিপ্লব সংগঠনের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারন কতটা দায়ী ছিল? = (15)

⟹ প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমী স্বার্থের পৃষ্ঠপোষক যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায় প্রবর্তিত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা গুলিকে সুরক্ষিত করার অদম্য প্রয়াসে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রথম অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত করেছিল। দীর্ঘ দিনের পুঞ্জিভূত অসন্তোষ-ক্ষোভ এক বিশাল পরিসরের জন মানসের মধ্যে গন বিক্ষোভ গড়ে তুলেছিল যা ইউরোপের ইতিহাসে ফরাসী বিপ্লব (১৭৮৯) হিসেবে সুপরিচিত। ফরাসী বিপ্লবের সংগঠনের ক্ষেত্রে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারন দুটির মধ্যে কোন-টি অধিক গুরুত্ব পূর্ন তা নির্ণয় করতে হলে ইউরোপের তথা ফ্রান্সের প্রাক্ বিপ্লব পর্বের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার আলোচনা অনিবার্য হয়ে ওঠে। ১৭৮৯-র বিপ্লবের কারন প্রসঙ্গে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ভিন্ন-ভিন্ন মত পোষন করলে ও বেশির ভাগ ঐতিহাসিক — জোরেস (Jaures), মাতিয়ে (Mathiez), লেফেভর (Lefebvre) ও গুডউইন (Goodwin) প্রমুখরা বিপ্লবের জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারনকে গুরুত্ব দিয়েছেন।

[ক] সামাজিক কারন: ১৭৮৯-র বিপ্লব সমকালীন সম্রাট ষোড়শ লুই ও তাঁর পূর্ববর্তী সম্রাট পঞ্চদশ লুই-র রাজতন্ত্রের লাগামহীন ক্ষমতার অপ-প্রয়োগের মধ্য দিয়ে রাজতন্ত্র সম্পর্কে জনগন যে, আস্থা ও বিশ্বাস হারিয়েছিলেন, তাতে বিপ্লব সম্পর্কে তাদের দায়িত্ব অস্বীকার করা যায় না।

কেননা ঐ সময় গোটা ফ্রান্স তিনটি এস্টেট বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। প্রথম এস্টেটে ছিল যাজক সম্প্রদায়, দ্বিতীয় এস্টেটে ছিল অভিজাত সম্প্রদায়, এবং তৃতীয় এস্টেটে ছিল— যাজক ও অভিজাত ছাড়া (যেমন - বুর্জোয়া, কৃষক, ডাক্তার, অধ্যাপক, আইনজীবী, শিল্পপতি, বাগানের মালি, কুলি প্রভৃতি) সকল স্তরের মানুষ। বিশেষ করে যারা সমাজের বা রাষ্ট্রের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত।

যাজক সম্প্রদায়: ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে ফ্রান্সের যাজক সম্প্রদায়ের মানুষরা বেশি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত। এদের সংখ্যায় ছিল মোট ১ লক্ষ ৩০ হাজার। এঁরা আবার উচ্চ যাজক ও নিম্ন যাজক এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। উচ্চ যাজকেরা অভিজাত সম্প্রদায় থেকে আসত। ফ্রান্সের আইনানুসারে প্রজারা তাঁদের যে- টাইদ্ (টিথে), মৃত্যু কর, নামকরে, বিবাহ কর প্রভৃতি দিত। যার ফলে দীর্ঘদিনের অর্থনৈতিক শোষনের প্রতিবাদে — অত্যাচারী- নিপীড়িত সাধারন মানুষ বিদ্রোহী হয়ে

⟶ ⟶

উঠে। ফরাসী মন্ত্রি নেকারের মতে — ফরাসী গীর্জার বার্ষিক আয় আনুমানিক ১৩ কোটি লিভের। এই সমস্ত অর্থ যাজকেরাই ভোগ করত।

অভিজাত সম্প্রদায়: ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে ফ্রান্সের অভিজাতদের সংখ্যা ছিল প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার। আলস্য, অবসরময় ভোগবাদী, বিলাসী জীবন যাপনই ছিল অভিজাতদের নিয়ম, তারা দাবী করত যে,— "মধ্যযুগে যে সকল ফ্রাঙ্কিশ বিজেতা ফ্রান্স অধিকার করে, অভিজাত শ্রেণী ছিল এই বিজেতাদেরই বংশধর।" ঐতিহাসিক — Hampson তাঁর "Social History of the French Revolution" গ্রন্থে দেখান—"অভিজাতরা বংশ কৌলিন্যের দাবীকে তাদের মর্যাদার চিহ্ন বলে গন্য করত। আর সেই কারনে তাদের অধিকার গুলিকে সযত্নে রক্ষা করত।"

এই সকল অভিজাতরা আবার তিন ভাগে বিভক্ত ছিল, যথা— (I) ফ্রান্স বিজেতাদের বংশধর।
(II) প্রাচীন বুনেদি অভিজাত।
(III) চাকুরী জীবি অভিজাত। তারা সকলেই ফ্রান্সের রাজকীয় ও সামরিক বিভাগের উচ্চ পদ গুলি লাভ করত।

অভিজাত সম্প্রদায় ছিল বিশেষ অধিকার ভোগী শ্রেণী। বংশ কৌলিন্যের জোরে সরকারি উচ্চ পদ গুলি একচেটিয়া অধিকারে ভোগ করত। এছাড়া — সামন্ত উপসত্ত্ব, আদালত গঠনের অধিকার, জরিমানা, ব্যবসায়ের অধিকার, গম ও মদের কারখানার উপর অধিকার এবং বিভিন্ন ধরনের ভাতা, পেনসন ও পুরস্কার ভোগ করত।

তৃতীয় বা বুর্জোয়া সম্প্রদায়:— যাজক ও অভিজাত ছাড়া ফ্রান্সের প্রায় ৯৭% মানুষ তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ফরাসী সংবিধান প্রণেতা ডঃ আবে সিয়েস এর কথায় — তৃতীয় এস্টেট হল একটি সম্পূর্ন জাতি। ফ্রান্সের ধনী - নির্ধন, শিক্ষিত - অশিক্ষিত এবং কৃষক - শ্রমিক ও কুটির শিল্পী এই সকল মানুষই এই এস্টেটের অন্তর্ভুক্ত।

তৃতীয় শ্রেণীর বৃহদংশ ছিল কৃষক সম্প্রদায়, অভিজাত, ধনী বুর্জোয়া, নগরবাসী পাতি বুর্জোয়া সকলের চোখে ফরাসী কৃষকরা ছিল নিম্ন শ্রেণীর নিরক্ষর, বর্বর লোক। কিন্তু সরকারের সমস্ত আয়ের উৎস ছিল এরাই। আর তারাই যাজক ও অভিজাতদের দ্বারা শোষিত হত। ফরাসী বিপ্লব প্রসঙ্গে নেপোলিয়নের বিখ্যাত উক্তিটি হল — "এ বিপ্লবের মূল কারন ছিল আত্মমিতা, স্বাধীনতা দাবী ছিল একটি অজুহাত মাত্র।"
[Vanity made the Revolution, Liberty was only an excuse]

[ঘ] **অর্থনৈতিক কারণ:**

ফরাসী বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার জন্যে অর্থনৈতিক কারণ কতোটা দায়ী ছিল, এ বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্কের অন্ত নেই। জুলেস মিশেলই সর্বপ্রথম ফরাসী বিপ্লবের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। কেননা ঐতিহাসিক মিশেল ছিলেন গনতান্ত্রিক গৌরবীয়ার প্রতীক। তিনিই সর্বপ্রথম বলেন যে— "পুরাতন তন্ত্রের অন্যায়, অবিচার, শোষণ, দারিদ্র শ্রেনীর প্রতি চরম অবহেলার বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ জনতার স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থান ছিল ফরাসী বিপ্লবের মূল কারণ।"

অষ্টাদশ শতকে ইউরোপের অর্থনীতির প্রধান উৎস ছিল কৃষি। বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ আবাদের ব্যবস্থা তেমন ছিল না। দরিদ্র ও নিরক্ষর কৃষকেরা এ সময় প্রকৃতির উপর নির্ভর করে চাষ আবাদ করত। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটলে কৃষকের দুঃখ কষ্টের সীমা থাকত না। ঐতিহাসিক লেফেভর দেখিয়েছেন— অষ্টাদশ শতকে শিল্প-বানিজ্যের প্রসার ঘটলেও কৃষি উন্নতির কোন চেষ্টা ছিল না। যার ফলে কৃষকেরা প্রাকৃতিক দুর্যোগের দিনে অনাহারে দিনাতিপাত করতে হত।

অন্যদিকে যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক শোষণই তৃতীয় শ্রেনীর মানুষের উপর নেমে পড়ত। এই সময় ফ্রান্সের প্রায় ৯৭% মানুষকে নানা প্রকার কর বহন করে নিতে হত। প্রধান তিন প্রকার কর তাদের কে দিতে হত। যেমন— (i) টাইলে বা সম্পত্তির কর।
(ii) ক্যাপিটেশন বা উৎপাদন কর।
(iii) ভিংটিয়েম বা স্থাবর-অস্থাবর উপর কর। এই গুলি ছাড়াও আর বহু ধরনের করের বোঝা তাদেরকে বইতে হত। যেমন— 'গ্যাবেল' বা লবন কর, 'টাইদ' বা ধর্ম কর, অভিজাতদের 'সামন্ত কর', এবং 'কর্ভি' বা বিনা পারিশ্রমিকে কার্যতামূলক শ্রমদান প্রভৃতি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, প্রথম তিনটি কর রাজাকে বা সরকারী কোষাগারে জমা দিতে হতো, ~~বাকী~~ যা প্রত্যক্ষ কর হিসেবে পরিচিত। আর বাকী করগুলি পরোক্ষ কর হিসেবে পরিচিত। যেগুলি যাজক ও অভিজাতরা নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করত।

→→

ফ্রান্সের অর্থনীতির উপর অন্ধকারময় দিকটা ছিল সরকারি অপব্যয় এবং রাজ পরিবারের অমিতব্যয়িতা। সরকারের রাজস্ব খাতে যা আয় হত কর্মচারীদের বেতন, যুদ্ধের খরচ ও রাজপরিবারের ব্যয় নির্বাহ করতে টান পড়ত। ঐতিহাসিক গুডউইনের মতে — ভার্সাইয়ের রাজপ্রাসাদের জন্য রাজসভায় ১৮ হাজার কর্মচারী এবং এদের মধ্যে ১৬ হাজার কর্মচারী রাজপ্রাসাদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। রানীর খাস চাকরের সংখ্যা ছিল ৬০০। তাদের নিত্য ভোজ ও পোশাকের জন্য অতিরিক্ত অর্থ সরকারকে বহন করতে হত। যার ফলে সেই অর্থনৈতিক বোঝা কৃষকদের মাথায় এসে পড়ত। তাই ঐতিহাসিক গুডউইন মন্তব্য করে বলেছেন — "ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে অর্থনৈতিক সমস্যার মূল কথা ছিল অমিতব্যয়িতা।"

এছাড়া মুদ্রাস্ফীতির দরুন জিনিসের দাম বাড়ে। ফ্রান্সে কৃষি ও শিল্প দ্রব্যের উৎপাদনে মন্দা দেখা দিলে — সেই সময় খাদ্যশস্যের দাম বাড়তে থাকে, খাদ্য শস্যের দাম বাড়লেও দিন মজুরের মজুরী বাড়ে নি। গ্রামের নিরন্ন কৃষকেরা খাদ্যের সন্ধানে প্যারিস শহরে বুরবোঁ রাজপ্রাসাদে হানা দেয়। এই রকম পরিস্থিতিতে রাজা ষোড়শ লুই গোটা সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক দুরবস্থার সংকট কাটিয়ে তোলার জন্য স্টেটস জেনারেল এর অধিবেশন ডাকতে বাধ্য হন। এবং কয়েক জন অর্থনীতিবিদদের সহযোগীতায় রাজা ষোড়শ লুই — যাজক ও অভিজাতদের উপর কর বসিয়ে দেন। পরিনামে তারা রাজতন্ত্রের বিরোধীতা করতে থাকে। সমগ্র ফ্রান্সে অভিজাত বিদ্রোহ দেখা দিলে কৃষক শ্রেনীর মানুষরা এতে সামিল হন। তাছাড়া ঐ সময় গোটা ফ্রান্সে বহু পত্র-পত্রিকা, সংবাদ মাধ্যম এবং দার্শনিকদের রচনার মধ্য দিয়ে রাজতন্ত্রের অত্যাচারের স্বরূপটি সমগ্র ফ্রান্সের জনমানসের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। যার পরিনামে ফ্রান্সে ১৭৮৯ খ্রীঃ ফরাসী বিপ্লব সংঘটিত হয়।

পঞ্চদশ লুইয়ের উত্তরাধিকারী ষোড়শ লুই ছিলেন ভীরু, অস্থির চিত্ত, অলস এবং ব্যক্তিত্বহীন। কিছু কিছু চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী হলেও ফ্রান্সের সেই সংকট মুহূর্তে রাষ্ট্র পরিচালনার মতো দূরদর্শিতা ও বাস্তব বুদ্ধি তাঁর ছিল না। ফলে তাঁর রাজত্বকালে বিরামহীন বিশৃঙ্খলা প্রশাসনকে গ্রাস করে রেখেছিল। এ ক্ষেত্রে তিনি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারেন নি। সেই-সঙ্গে তিনি পঞ্চদশ লুইয়ের মতো তিনিও অনবরত বৈদেশিক যুদ্ধে অর্থ ও লোকক্ষয় করেন। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে স্বেচ্ছাসেবক প্রেরণ করে তিনি কেবলমাত্র ফ্রান্সের ভেঙে পড়া অর্থনীতিকে সংকটাপন্ন করেন নি।

States general-এর অধিবেশনের পরেও জনসাধারণের সিংহভাগকে সম্রাট তার অনুকূলে আনতে ব্যর্থ হন। তিনি এই সভার তৃতীয় শ্রেণীর বুর্জোয়া প্রতিনিধিদের সাহায্যে অভিজাতদের খর্ব করতে এবং সংস্কারমূলক কর্মসূচী প্রণয়নে উদ্যোগী হতে পারতেন। তার ফলে তিনি জনগণের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হতেন। বুর্জোয়ারাও তার সমর্থন করত। কেননা তারা অভিজাতদের বিশেষ অধিকার বিলোপের পক্ষপাতি ছিল। এই সময় বিপ্লবী নেতা মিরাবু সম্রাটকে বাস্তব পরিস্থিতিতে দেওয়ালের লিখন পড়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু রাজা রাজতন্ত্রের মোহ, অভিজাতদের ষড়যন্ত্র, রাজা বুর্জোয়াদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারে নি। এমনকি তিনি States general অধিবেশন বন্ধ করে দিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। যার পরিণাম ফ্রান্সে বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিল।

মূল্যায়ন: = তাছাড়াও মিশেল, মরিলো ও লেফেভরের মতে — ফরাসী তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত সাঁকুলোৎ, কৃষক ও শহরে বুর্জোয়াদের অর্থনৈতিক দুর্দশাই ফরাসী বিপ্লবের প্রধান কারণ, তাছাড়া দার্শনিকদের রচনার প্রধান পাঠক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী। তারা অতি সহজেই — পুরাতন্ত্র ভেঙে শিক্ষিত সমাজকে অনুপ্রাণিত করে তুলেছিল। সুতরাং বলা যায় — সামাজিক, অর্থনৈতিক ও দার্শনিকদের — প্রভাবেই বিপ্লব সৃষ্টি হয়। ঐতিহাসিক কার্লাইল মন্তব্য করে-বলেছেন — "সততা, ন্যায়নীতি ও মিথ্যে অনাচারের জন্যই ফরাসী বিপ্লব ঘটে।"

The End